তারিখ 25 MAR 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

সংবাদ

অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেল

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দাবি পূরণ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ ভাগ অধ্যাপক কয়েকটি শর্ত পূরণ করে অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামোর প্রথম গ্রেডে (গ্রেড-১) পদোন্নতি পাবেন। বেতন বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় গতকাল এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের সভাপতিত্বে সচিবালয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

মন্ত্রী বলেন, আগের বেতন কাঠামোর সিলেকশন গ্রেড উঠে যাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন নিয়ে কিছু সমস্যা হয়েছে। আজকে (গতকাল) সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে (শিক্ষকদের জন্য) ফার্স্ট গ্রেড (বেতন স্কেলের গ্রেড-১), সেকেন্ড গ্রেড (গ্রেড-২) থাকবে। মূল সিদ্ধান্ত হচ্ছে যত অধ্যাপক আছেন তাদের ২৫ শতাংশ গ্রেড-১ এ যেতে পারবেন। সভায় সিদ্ধান্তের বিস্তারিত তুলে ধরে অর্থমন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অধ্যাপক পদে পদোন্নতি বা পদায়নের পর কমপক্ষে চার বছর চাকরি ও স্বীকৃত জার্নালে বিষয়ভিত্তিক গবেষণাধর্মী দু'টি নতুন আর্টিক্যাল প্রকাশের শর্তে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে দ্বিতীয় গ্রেড পাবেন। দ্বিতীয় গ্রেডপ্রাপ্ত অধ্যাপকরা মোট চাকরিকাল ও কোয়ালিফাই চাকরিকাল কমপক্ষে ২০ বছর ও দ্বিতীয় গ্রেডে পৌছানোর দু'বছর পর জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রথম গ্রেড পাবেন। তবে এ সংখ্যা মোট অধ্যাপকের ২৫ শতাংশের বেশি হবে না।

গত বছরের ১৫ ডিসেম্বর নতুন বেতন কাঠামোর গেজেট আদেশ জারি করে সরকার। সেখানে অধ্যাপকদের বেতন নির্ধারণ হয় গ্রেড-৩ ও ৪ এ। শিক্ষকদের দাবি পূরণ না হওয়ায় ১১ জানুয়ারি থেকে কর্মবিরতির ডাক দেয় বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন। নতুন বেতন কাঠামোতে অধ্যাপকদের একটা অংশের গ্রেড-১ এ পদোন্নতিসহ বিভিন্ন দাবিতে প্রায় এক বছর ধরে আন্দোলন করে আসছিলেন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। শিক্ষকদের অভিযোগ ছিল, অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামোতে সিলেকশন গ্রেড বাদ দিয়ে ও প্রথম গ্রেডের উপরে বিশেষ গ্রেড সৃষ্টি করে বেতন-ভাতার দিক থেকে শিক্ষকদের কয়েক ধাপ নিচে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। সরকারের সচিবরা বেতন স্কেলের প্রথম গ্রেডে বেতন পেয়ে থাকেন। অষ্টম বেতন কাঠামোতে এ গ্রেডে বেতন ৭৮ হাজার টাকা। পরে দাবি পূরণে প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসের পর স্থগিত করা হয় কর্মসূচি।

আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, এ মুহূর্তে মাত্র ছয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কিছু কিছু নীতিমালা (শিক্ষকদের পদোন্নতি ক্ষেত্রে) অনুসরণ করে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এসব কিছুই অনুসরণ করে না। এই যে নীতিমালা (বেতনের বিষয়ে) হলো এটা ৩৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলোর জন্য প্রযোজ্য হবে। এজন্য যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আইনের কিছু পরিবর্তন করতে হয় আমরা যত দ্রুত করে ফেলব। দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিস্টেম (বেতন কাঠামো) ইউনিফর্ম (একই রকম) করা, এমফেসিস অন কোয়ালিটি (মানের উপর জোর দিয়ে)- সেদিকেই সবচেয়ে বেশি নজর দেয়া হয়েছে' বলেও জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর আরও কিছু প্রক্রিয়া শেষে সভার সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে

বিশ্ববিদ্যালয় : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

বিশ্ববিদ্যালয় : শিক্ষকদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বলেও জানান অর্থমন্ত্রী।

সভায় বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ ও মহাসচিব অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি বলেন, 'সকলের প্রচেষ্টা ও সদিচ্ছায় আমাদের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হলো। আমরা এজন্য কৃতজ্ঞ। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার তহবিল দিতে অর্থমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব দেন ফরিদ উদ্দিন। এ তহবিল শূন্য রয়েছে বলেও জানান তিনি।

মাকসুদ কামাল বলেন, 'আজকে আমাদের এ অর্জন মেইনস্ট্রিমিং শিক্ষকদের আজীবনের জন্য হলো। এতদিন যে ব্যত্যয় ছিল, এক এক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক এক নিয়ম ছিল। এ বিষয়ে আমাদের ধারাবাহিকতার অভাব ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গ্রেড ওয়ানে যেতে আজীবনের জন্য একটি নিয়ম হলো। সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে মহাসচিব বলেন, 'আমরা প্রায় এক বছর আন্দোলনে ছিলাম। এ আন্দোলনের ফসল আমাদের অর্জিত হয়েছে। আশা করছি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সুপার গ্রেড দেয়ার বিষয়টি সরকার বিবেচনা করবে।

সভায় শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান, মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাহবুব আহমেদ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইন উপস্থিত ছিলেন।